দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 25 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

পে-স্কেল : বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসন হচ্ছে

দুই ধাপে পদোন্নতির সুযোগ, কলেজের ৪র্থ গ্রেডের অধ্যাপকদের ৫০ ভাগ ৩য় গ্রেড পাবেন

■ শ্যামল সরকার

পে-স্কেল নিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৈষম্যের বড় সমস্যার সমাধান হচ্ছে। নির্ধারিত শর্তে পদের মান উন্নয়ন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে চাকরির প্রবেশ পদে ক্যাডার-নন-ক্যাডার বৈষম্য এবং সরকারি কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতির বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। কিছু ক্যাডারের জন্য উর্ধ্বতন পদ সৃষ্টির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার অষ্টম পে স্কেলে বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বড় দাবিগুলো নিষ্পত্তি হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত সভাপতিত্ব করেন। বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৮

পে-স্কেল: বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আইনমন্ত্রী এডভোকেট আনিসুল হক, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী অর্থ বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব মাহবুব আহমেদসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে চার বছর চাকরির পর একজন অধ্যাপক তৃতীয় গ্রেড থেকে দ্বিতীয় গ্রেডে উন্নীত হবেন। তবে শর্ত অনুযায়ী পদোন্নতি প্রাপ্তকে কমপক্ষে দুটি গবেষণা থাকতে হবে এবং তা স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত হতে হবে।

মোট চাকরি ২০ বছর হলে এবং ২য় গ্রেডে দুই বছর চাকরিকাল পূর্ণ হলে কোনো অধ্যাপক প্রথম গ্রেডে উন্নীত হবেন। তবে এই হার ২য় গ্রেডে অবস্থানকারী মোট অধ্যাপকের ২৫ শতাংশের বেশি হবে না।

সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নে ইউজিসিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য যে ছোটখাট বিষয় রয়েছে তা তাদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবে।

অপরদিকে সিনিয়র সচিবের সমান বেতন-ভাতা দাবির বিষয়ে অর্থ বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে বলেও সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

সরকারি কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে ৪র্থ গ্রেডে অবস্থানকারী অধ্যাপকের ৫০ শতাংশ পদোন্নতির মাধ্যমে ৩য় গ্রেডে যেতে পারবেন। ২য় এবং ১ম গ্রেডের জন্য পদ সৃষ্টির দরকার। সে জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

চাকরির প্রবেশ পদে ঘোষিত পে-স্কেলে ক্যাডারদের জন্য অষ্টম আর নন-ক্যাডারদের জন্য নবম গ্রেড নির্ধারণ করা হলে তা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়। এখন সকলকেই নবম গ্রেডের সুযোগ দেয়া হয়েছে। এতে ঘোষিত বেতন স্কেলে যারা অষ্টম গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছিলেন তারা যাতে সেই আর্থিক সুবিধা পান সেজন্য তাদেরকে একটি ইনক্রিমেন্ট দিয়ে গ্রেড অবনমন করা হয়েছে। কারণ আইন অনুযায়ী সরকারি সুবিধা একবার দেয়া হলে তা কমানো যায় না।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত সাংবাদিকদের বলেন, সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন এটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাবে, সেখান থেকে অনুমোদন হওয়ার পর অন্যান্য দাপ্তরিক প্রক্রিয়া শেষ হলে এটা কার্যকর হবে।

জানতে চাইলে বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সচিব কমিটির আহ্বায়ক ও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ ইত্তেফাককে বলেন, যেসব ক্ষেত্রে বেতন স্কেল নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল তার অনেকগুলোই এখন মীমাংসিত। বাকি যেসব প্রস্তাব আছে সেগুলো নিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। অনেকগুলো ক্যাডারে উর্ধ্বতন পদে পদোন্নতির সুযোগ তৈরির জন্য পদ সৃষ্টি করতে হবে। সেসব কাজ চলছে। আশা করা যায় দ্রুতই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।